সোনাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম

চুনিলাল বৃদ্ধাবাস

গ্রাম ও পোস্ট - সোনাপুকুর, থানা - হাড়োয়া, উঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৫০২

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী (যাহা মান্য করা বাধ্যতামূলক)

১। প্রতি আবাসিক পিছু মাসিক ৯০০০ (নয় হাজার) টাকা করিয়া দিতে হইবে। উক্ত ধার্য্য টাকা প্রত্যেক ইং মাসের ৭ তারিখের মধ্যে চেক অথবা নগদে আশ্রমের বৃদ্ধাবাস কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে হইবে।

২। তিন মাসের অগ্রিম টাকা একত্রে জমা দিতে হইবে। উক্ত অগ্রিম টাকা ১ বৎসর পর্যন্ত জমা থাকিবে। পরবর্তী সময়ে মাসিক হিসেবে ১০০০ (এক হাজার) টাকা করিয়া শোধ হইতে থাকিবে। তবে যদি কোন প্রার্থী ১ বৎসরের পূর্বে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে তিন মাস পূর্বে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। যাইবার সময় অগ্রিম টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৩। ভর্ত্তি হইবার জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রিম হিসেবে লাগিবে যা ফেরৎযোগ্য হইবে না।

৪। কোন আবাসিক যদি পরপর তিন মাস মাসিক খরচ ৯০০০ (নয় হাজার) টাকা না দেন বা দিতে না পারেন তাহাকে বিনা অজুহাতে আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৫। কোন আবাসিকের অতিরিক্ত চিকিৎসার খরচ (ওষুধ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র) আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ বহন করিবে না, তবে ডাক্তারগণ দ্বারা প্রতি আবাসিককে পরীক্ষা করা হইবে। যদি বিশেষ কোন ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয় খরচ, আবাসিক নিজে বহন করিবে।

৬। অসুস্থতার কারণে, যদি কিছু দিনের জন্য অতিরিক্ত আয়া বা নার্স-এর প্রয়োজন হয় তবে তার খরচ আবাসিক নিজে বহন করিবে।

৭। প্রতি ঘরে দুই জন সামঞ্জস্য করিয়া সংযুক্ত পায়খানা ও বাথরুম ব্যবহার করিতে হইবে। তবে প্রতি জনের আলাদা করিয়া শোবার খাট ও আলমিরা থাকিবে।

৮। খাওয়ার জায়গা হিসেবে ডাইনিং হল ব্যবহৃত হইবে। তবে প্রয়োজনে নিজস্ব ঘরেও খাওয়া যাইতে পারে।

৯। সকাল ৮টার মধ্যে চা-জল খাবার, দুপুর ১২টার মধ্যে দুপুরের খাবার, বৈকাল ৪টার সময় চা-জল খাবার এবং রাত্র ৯টার মধ্যে রাত্রের খাবার দেওয়া হইবে।

১০। খাওয়ার মেনু হিসেবে আমিষ ও নিরামিষের ঘরোয়া ভাবে ব্যবস্থা থাকিবে। প্রয়োজনে ডাক্তার দ্বারা মেনু নির্ধারিন করা হইবে।

১১। প্রতি ঘরে খাট, বিছানা, বালিশ, পাশ বালিশ, আলনা, জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখার জন্য ছোট স্টীল আলমিরা, টেবিল ইত্যাদি আশ্রম থেকে দেওয়া হইবে। যাহা আশ্রমের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২। ডাইনিং রুমে একটি টেলিভিশনের ব্যবস্থা থাকিবে, যাতে সবাই একত্রে বসিয়া দেখিতে পারে।

১৩। আবাসিকদের ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা থাকিবে।

১৪। প্রতি ঘরের বাথরুমে ২৪ ঘন্টা গরম ও সাধারন জলের ব্যবস্থা থাকিবে।

১৫। ২৪ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা থাকিবে। সিসি টিভি ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

১৬। বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য প্রতি আবাসিকের ব্যবহার্য্য জায়াগায় একটি পরিশুদ্ধ জলের মেশিন থাকিবে।

১৭। প্রতিদিন একটি ইংরাজী ও একটি বাংলা সংবাদপত্র ব্যবস্থা আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ করিবে। তবে আবাসিকদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোনও পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা করিলে তাহা উক্ত আবাসিককে বহন করিতে হইবে।

১৮। আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ইচ্ছামতো আশ্রমের সীমানার বাইরে কোনও আবাসিক যাইতে পারিবেন না। কোন বিশেষ কারনে আশ্রমের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে রাত্রি ৯টার মধ্যে অবশ্যই আশ্রমে চলে প্রবেশ করিতে হইবে।

১৯। আশ্রম-এর মন্দিরে আপনি পূজাপাঠ, ভক্তি, আরাধনা করিতে পারিবেন।

২০। চুল, দাড়ি, নোখ কাটা আবাসিকের নিজস্ব খরচ হিসেবে গন্য হইবে।

২১। আবাসিকের ঘরে ব্যক্তিগত টিভি রাখিলে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক খরচ এবং কেবল্ বাবদ খরচ বৃদ্ধবাসের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতি মাসে দিয়ে দিতে হইবে। উক্ত খরচ বাবদ টাকা সংশ্লিষ্ট সংযোগকারীর নির্ধারিত ধার্য্য মতে হইবে।

২২। প্রত্যেক প্রার্থীকে নিজস্ব শরীরের ব্যাপারে বিশদ জানাতে হইবে। বিশেষ কোন মারাত্মক রোগে ভুগছেন (যেমন - টিবি, ক্যান্সার, হাঁপানি, ব্রেন ইনজ্যুরি, অর্শ, মনের রোগ) তাঁহাদের আশ্রমে ভর্ত্তি করানো যাবে না। অবশ্যই ডাক্তারের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হইবে।

২৩। যদি কোন আবাসিক হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করেন, তবে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ নিকটতম আত্মীয়কে (যাহা ভর্ত্তিকালীন সময়ে দেওয়া আছে) জানাইবে এবং তাদের অনুমতিক্রমে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। তবে তার জন্য অতিরিক্ত খরচ প্রার্থী বা প্রার্থীর আত্মীয় বহন করিবে। আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আব্বাসিককে কেবলমাত্র উল্লিখিত আত্মীয় বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবেন।

২৪। যদি কোন আবাসিক আশ্রমে সাধারণ ভাবে কিম্বা অসুস্থ হইয়া মারা যান (ঈশ্বর না করুন এমন ঘটনা ঘটুক), তাহা হইলে প্রথমে উক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা যিনি ভর্ত্তি করিয়া গিয়েছেন তাহাদের দূরাভাষ মারফৎ জানানো হইবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহ কোনরূপ যোগাযোগ না করেন তবে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী আইন মোতাবেক সিদ্ধান্ত লইয়া সৎকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

২৫। আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আত্মিয় পরিজনরা আবাসিকের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন। তবে তাহা সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। যদি কোন আত্মীয় রাত্রে আশ্রমে থাকিতে চায়, তার জন্য খাওয়া ও থাকা বাবদ অতিবিক্ত খরচ (কমপক্ষে ৫০০ টাকা) বহন করিতে হইবে। আত্মীয় পরিজনরা অযথা হৈ-চৈ করিয়া আশ্রমের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবেন না। আশ্রম আপনাদের শান্তির আবাস।

২৬। অতিরিক্ত ব্যয়ভার (যেমন ডাক্তারি পরিষেবা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ইত্যাদি) আবাসিককে নিজেই বহন করিতে হইবে। যদি তিনি প্রয়োজন বোধ করেন।

২৭। আশ্রমের নিজস্ব চৌহদ্দির বাহিরে আবাসিকের যদি কোন রূপ বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটে তার দায় আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ নেবে না।

২৮। ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে মাসিক খরচ বর্ধিত হইতে পারে এবং এই ধার্য্য নির্ধারন উভয়ের আলোচনার ভিত্তিতে হইবে।

২৯। ভর্ত্তির সময় প্রার্থীকে তার পাসপোর্ট সাইজ ৪ কপি ফটো এবং ঠিকানার প্রমানপত্রের প্রতিলিপি (সঙ্গে অরিজিনাল কপি), স্বাস্থ্যবীমা ও ডাক্তারি পরীক্ষা এবং ওযুধপত্রের বিস্তারিত তথ্যের প্রতিলিপি জমা দিতে হইবে। এছাড়াও যিনি প্রার্থীকে ভর্ত্তি করাইবেন তাহার ফটো ২ কপি ও ঠিকানার প্রমানপত্রের প্রতিলিপি (সঙ্গে অরিজিনাল কপি) সঙ্গে আনিতে হইবে। এই সমস্ত প্রত্যায়িত কাগজপত্রের প্রতিলিপি আশ্রম দ্বারা সংরক্ষিত থাকিবে।

৩০। আবাসিকের অশোভন বা অস্বাভাবিক আচার-আচরন ও শারিরিক-মানসিক অবস্থার অবনতির কারনে, তাহাকে বৃদ্ধাবাস পরিত্যাগ করিবার জন্য আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে।

আমি সুস্থ মস্তিষ্কে, সরল মনে, স্ব-ইচ্ছায় সমস্ত শর্তাবলী পড়িয়া শুনিয়া লইয়া অত্র শর্তাবলীপত্রে সহি ও স্বাক্ষর করিলাম এবং বৃদ্ধাবাসে ভর্ত্তি হইলাম।

তাং - ইতি-

বিস্তারিত ঠিকানা -

আমি শ্রী/শ্রীমতী .... পিতা/স্বামী .... স্বজ্ঞানে নিজে আসিয়া সমস্ত কিছু দেখিয়া শুনিয়া এবং সমস্ত শর্তাবলী পড়িয়া বুঝিয়া মানিয়া আমার সম্পর্কে .... কে সোনা পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম ‘চুনিলাল বৃদ্ধাবাস’-এ ভর্ত্তি করিলাম।

তাং - স্বাক্ষর -

বিস্তারিত ঠিকানা -

তাং - আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষর -